স্বর্ণ ব্যতীত

ঈষৎ অন্তরীক্ষ

স্বুবর্ণ ব্যতীত
ঈষৎ অন্তরীক্ষ
Suborno Byatita
by Īṣat Antarikṣa

প্রচ্ছদ, অঙ্কন ও বিন্যাস
লেখক

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
মে ২০২৫

বিভিন্ন কোরাস

উদয় পর্ব
স্থিতি পর্ব
অস্ত পর্ব

স্বর্ণ ব্যতীত

রচনাকাল : ২০২২–২০২৪

স্বর্ণ ব্যতীত । উদয় পর্ব

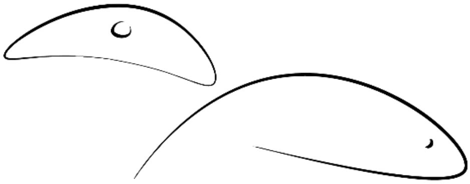

Aquatic

আজ কেবলই ভূমিকা।
অবসরে লিখে যাবো, অল্প বিবরণ
ইহা ধূসর জীবন।

২

একদিন রাখালের বাঁশি বাজে;
ধেনুগণ ফসলের প্রাণ করে পরিগ্রহ
রক্তের আবহাওয়া নীল হয়
আমার জন্ম হয়।

৩

গভীর অনুকম্পা অধিকন্তু বিবিধ সংকট। পাঠ্যসূচি দেখে নেয়া বারবার, সময়ের সুষম বণ্টন শেষে ঠিকঠাক ঘুমিয়ে পড়া, এখন এসবের কোনো মানে নেই। তবু বিধিমতো– মানুষ নমস্য, মানুষের ক্ষত।

৪

পুণ্য–প্রভূত ধুয়ে যায় অবগাহনের জলে, খুলে যায় নরকের ভেজানো কপাট। পোকার পাঁজরে অবিন্যস্ত রেখা কেঁপে ওঠে স্নায়ুর ঝঙ্কারে। মানুষের নিষিদ্ধ আহ্লাদ তবু ধমনীতে এ কেমন ঢেউ তোলে! ফিরে আসে পুরোনো অসুখ। একটা ব্যবস্থাপত্র প্রাতিষ্ঠানিক সনদের মতো খুব দরকারি, খুব যন্ত্রণার হয়ে যায়।

৫

সেমিকোলন ভেঙ্গে নেমে আসে রাতের বয়ঃসন্ধি। খুব আঁধারে আলোর কঙ্কাল দেখে ভয় পাই। অদ্ভুত! আমার শরীরেও শিহরণ জাগে! আলো কি আমার ছায়া? শেকড় থেকে পাতা প্রতিটি কোষে অগ্রন্থিত স্বরূপ।

৬

নিজেকে শুধরে নেবার আগেই সূর্য ডুবে গেলে বইয়ের ভাঁজে রেখে যায় সকালের কিছু রোদ। তাই কিছু ভালো থাকা। তাই বুদ্ধের বিষণ্নতা ঝুলছে দেয়ালে। আলোর খেয়ালে আজ নেই মনে পড়া বলে কিছু। ধারণা করি, এই জন্ম, দেহখানা সত্যি নয়। তুমুল সংহারে বয়ে চলে নৃত্যের কোলাহল, বিমূর্ত আকার। প্রাণ বলে কিঞ্চিৎ কিছু গভীর ডুবে আছে।

রাতভর সীমাবদ্ধ ধোঁয়ায় মৃত নিঃশ্বাসগুলো ঘনীভূত হয়। স্কন্ধ থেকে টুথপ্রিন্ট মুছে যাবার আগেই মনে হয়, একটা ট্রাপিজিয়ামের ভেতর কয়েক মাস কেটে গেছে। কতো ক্রোশ একা ঘুরে কোনবেলা ঘরে ফিরেছি, ঠিক মনে পড়ছে না। এখন আর নিজেকে নয়, ঘরটাকে বড় নিঃসঙ্গ লাগে। এই ঘরেই কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসছে পরিধি, ব্যাসও কমে যাচ্ছে। তবু পাই অবিনশ্বর, সে থাকে আমার অস্থিরতার মতো অপরিবর্তিত। কার কথা ভাবি রোজ? যে নেই বলে বুকের ভিতর এমন হাহাকার জমে ওঠে? সে নেই কেন, বলোতো? তার কথা রাখো। আজ মূলতই মনে পড়ছে মাকে। মা– তোমার আমার মতো ইলিটারেট নয়, তিনি বাংলা ও আরবি বর্ণমালা, অতিরিক্ত ইত্যাদি জানেন। মাঝেমাঝে কথা হয়, ফোন তুললেই ইংরেজিতে বলেন, হ্যালো। আমার আওয়াজ অনেকগুলো নদী পেরিয়ে যখন তার কানে পৌঁছে যায়, কী করে বুঝে ফেলেন গোপন পিপাসাও? যতোবার শাদা ভাতগুলো মনে পড়ছে, মা'র কথা ভাবছি। মা ক্ষুধার চেয়েও পবিত্র, আর সত্য, আর বিমূর্ত। আজ কথা হলে তিনি নিশ্চয়ই মাটির পৃথিবীটা ভাঙতেন। দোয়েলের শিস দিয়ে কয়েকটি সংখ্যা আসতো। কিছু কান্না আসতো। রোজ একটু একটু করে যে কান্না আমি জয় করেছি, ফের যদি তার কাছে পরাজিত হই– সত্যি মরে যাবো ভেবে– মাকে রাখি মায়ের সমান দীর্ঘ দূরত্বে।

৮

যারা সবিনয়ে অভিনয় করো, দেখা হলে রিয়েলিটি বদলাতে চাও, দু'পাতা মেনিফেস্টো, ক্যাপিটাল শুনিয়ে চায়ের কাপে বিপ্লবের দৃষ্টান্ত মেশাও, তোমাদের মুখগুলো প্রিজমে ছুঁড়লেই কেন যে সাতটি রঙের মুখোশ বেড়িয়ে আসে। তোমরা বুঝবে না, কালের প্রশাখা থেকে কেন এভাবে দুঃখিত হবার মুহূর্তগুলো ছিঁড়ে ফেলছি, কেন উষ্ণ সেরিব্রামে সাজিয়ে রাখছি ব্যাঙের প্রতিবেশ। সারাদিন ক্লান্ত আর ইতস্তত চলা, হেঁয়ালি– মানুষের কথা মাধুরী, অবহেলা– প্রিয়দের প্রিয় খেলা শেষে, আত্মার অবতারে ফিরে এসে, ভাবছো, ঈর্ষায় কাতর আমি? আহারে! অতো নিকটের তুমি নও। তোমার ওই লেখক জীবন থেকে সরে এসে ভাবো, না হলে কী করে বুঝবে: যতোসব দাপ্তরিক, মুখস্থ পরিভাষা– এ জীবন - সে জীবন বলে কিছু নেই, আমার পুরোটাই জীবন হয়ে গেছে।

৯

ঘড়ির পরিশ্রান্ত কাঁটাগুলো– আলোকবর্ষ পেরিয়ে তাহাদের দেখা হয়। তখন রতিমুগ্ধ পৃথিবীতে মানুষের পৃথক প্রাণ মেলামেশা করে। মুঠোফোন স্ক্রিনে ক্রমাগত শোক, বিদ্রুপের মৃদুবাক্যে কিছু অবসাদ। মনে আসে এক অপরাহ্ণ স্মৃতি– জানালা খুলেই দেখেছিলাম অনন্ত সবুজ, হলুদ একজোড়া পাখি, বৃষ্টি! জল থেকে গভীর শব্দে উঠে আসা সংযত ঢেউ, প্রবল জ্বরে আমার প্রতিটি আঙুল কাঁপছিল।

১০

শেষে গভীরতা নিয়ে অভিযোগ থাকে। যেমন থাকে হৃদয়ের গোপন বিন্যাস।

১১

বাতাসের ডালপালা সরিয়ে সুহৃরের বনে যাই। পত্র পতনের শব্দে, শব্দের ভিতর তোমার ক্ষুধার্ত চিবুক, সবুজ লতা বেয়ে সূর্যের ছায়া পড়ে। সেখানে রঙ আলোর সন্তান, আমার আবক্ষ তার শিশুকাল খোঁজে। একদিন বনের ভিতর উজ্জ্বল একজোড়া পা, হারিয়েছিলাম। আমার অথবা কারো নয়। তারপর হেঁটে হেঁটে রক্তের ভিতর নৈঃশব্দ্যের মিছিল নিয়ে ফিরেছিলাম নগরে। সেই থেকে রাষ্ট্রীয় মিছিলে বিশেষ মুগ্ধতা নেই। যেদিকে তাকাই জল নেই, তৃষ্ণা আছে, যার পা নেই তারও চলে যাওয়া আছে।

১২

ম্যাগাজিনের প্রসিদ্ধ পাতায় অলিগলি ঘুরে ঢুকে পড়ছে আমার সমাধি। নাগরিক আলোর নিচে ঊর্ধ্বমুখী ঝড় ওঠে। সকল বিক্ষুব্ধতা এসে সারিবদ্ধ দাঁড়ায়। আমাদের অর্থশূন্য পৃথিবীতে তারপর জ্বলে ওঠে সোনালি লাইটার। আগুনের আয়ু সামান্য কমে আসে। কর্পোরেশনের সুডৌল ডাস্টবিন একেকটা বিস্ময়ের পাশে প্রসবের প্রতীক্ষা করে। কোনোদিন জন্মালে ভাতের দেবতা, শিশুদের পেট ভরে দৈব আহারে। আর নির্বাচনের উল্লাস থেকে তখনও তোমার বৃক্ষছানা ও অন্যান্য সন্তাপ নিয়ে স্মৃতির কোটরে অবিরাম ধাক্কা আসে।

১৩

আড্ডা–কবিতা নিতান্তই ছেলেখেলা। তারচেয়ে ভালো যদি জানতাম জলজের সূক্ষ্ম ইতিহাস। একদিন আরব্য রজনীর সব জাদুমন্ত্র শিখে রঙিন মাছ হবো ধরলার তীক্ষ্ণ প্রবাহে। এই নাও, ভাষা প্রয়োগের সমস্ত সাবধানতা তোমাকে দিলাম।

১৪

পূর্ব ধারণার দিকে ইঙ্গিতময় আঙুল, তোমার ভাষা মূলত প্রতিভাষা। এবং যেখানে ম্রিয়মাণ রোদ; মেঘ ও মানুষের যৌথ আক্ষেপে, তুমি রয়েছো জন্মেরও আগেকার অতীতে। কীভাবে অতিক্রম করবে বৃহৎ পাথরের মতো একেকটি নিঃশ্বাস?

১৫

কড়কড়ে মলাট চিঁড়ে নেমে আসে গল্পের নায়কেরা। তোমার উদ্যত অলোক থেকে প্রস্থানের সুঘ্রাণ ঢুকে পড়ে গল্পের ভিতর। আমি অন্তিম প্রহরের অস্পষ্টতাটুকুই, অথবা রাসকলনিকভের ঘরটাকে মনে করো, বোধের স্তব্ধতা ভেঙে শয়নের প্রস্তুতি থাকে না, তবু প্রতীকের যথেষ্ট ব্যবহার জানি। তাই শুধু, তোমার স্ববিরোধী নিঃশ্বাসগুলো আমার। কবির আত্মবিলাপের মতো, কিংবা প্রত্যেক বাজেটে সীমিত আশ্বাস থাকে যেমন।

১৬

চলো মানচিত্রে আঙুল রেখে ঘুরে আসি শীতল বলিভিয়া। তারপর হাতমুখ ধুয়ে নিও, চলে যেতে হলে দ্বিধা করো না। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে আমারও যেতে হবে, গন্তব্যহীন।

১৭

প্রখ্যাত পিপাসার কণা লুপ্ত হলেও চিহ্ন থেকে যাবে, এমন আদিগন্ত ফসলের মাঠ।

১৮

প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রত্যেক ধূলিকণায়, বাতাসে আর বৃষ্টিতে। কোনো ঘটনাই চূড়ান্ত নয়। ঘটনা জন্মায়, আরো অনেক ঘটনা প্রসবের পর পুরাণরূপে অর্ধমৃত বেঁচে থাকে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর রয়েছে গভীর ও গোপন সম্পর্ক। প্রাণের স্পন্দন শুধু প্রাণেই থাকে না। বস্তু থেকে বস্তুতে, এভাবে তার অনন্তে ছড়িয়ে যাওয়া আছে। তাই পরিত্যক্ত জলাভূমির নীল শৈবালেও জমে ওঠে কোনো হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পন্দন অথবা ক্রমাগত শোক। প্রথম কী বলেছিল, কে, কাকে? পরিতাপে অঘোষ আনন্দ মিশিয়ে কেই-বা কার কপালে করেছিল একটি চুম্বন, রোদ্দুর চিড়ে উপবনে হেঁটেছিল। যেন পুনর্বার জন্মাবে সমূহ প্রথম। কেই-বা মনে রাখে এতো? প্রবহমানকালের কখনো কোনো স্মৃতিভ্রংশ দুপুর- রাত্রির কপালে পরিয়েছে কালো টিপ। সেই থেকে দেখার চোখ আমাদের কালো। সেই থেকে চোখে অন্ধকার। সেই থেকে আলো স্মৃতিরূপে ঝলকায়।

১৯

বনজ প্রলাপ বাড়ছে বিস্তারে। কয়েকশো তৃণভোজী রেখে চলে আসা স্বর গড়ে তোলে শ্রান্তির প্রতিমা। আয়ুর গোলীয় প্রাচীর, আগাছার চক্রবূহ্য- ভিতরে আমাদের শুধুই শুয়ে থাকা। অহেতুক নয়। প্রতিমুহূর্তে কাউকে না কাউকে মরে যেতে হয়, নাহলে তো মৃত্যুই মরে যাবে।

২০

সমস্তই আয়নিক লীলা, আহিত আত্মার সৌরভ। আগুণের শিশু ঘরে ঢোকে অতিথির মতো। অর্ধশত পোর্ট্রেট পুড়ে যায়। পুড়ে যায় অভেদ্য গোপন। ছান্দসিক পুড়ে যাওয়া। তবু একদিন স্মৃতির দিগন্তে জানি, ভেসে উঠবে জমানো কৈশোর। পৃথিবীর ধূলিময়তা।

২১

ছাই হলো বিষণ্ণ নভেলা। তোমাকে দিয়ে যাবো সকল অনুভূতি, অক্ষত মার্বেল। অন্ধকার প্রশমিত করে অভিন্ন অন্ধকার আমি ফিরে আসবো, তোমার ফুসফুস থেকে নিতে আসবো কোমল নিঃশ্বাস। বিবসন ইতিহাস তুমি, বালকের বোধি।

২২

মানুষের কিছু নেই, মানুষ অনন্ত। মানুষের মূলে শীতল ক্ষত। আমার আকণ্ঠ কঠিন সুরা, সদা জেগে আছি ত্রাসে। বৃত্তান্ত জানে অধিকাংশ আকাশ। মানুষের উঁচুনিচু হাত– মুঠোয় প্রভাত। অঘটন বিবিধ ঘটে। মানুষের গহীন সন্যাস– বিভোর ঘুমিয়েছে, সমুদ্রতটে। মানুষ অনন্ত। বিধিসম্মত সামনে দাঁড়ায়। মানুষ যন্ত্রণা বাড়ায়।

২৩

তোমার পৃথিবীতেও একদিন ব্যাধির মতো ছড়াবে নিঃসঙ্গতা। পাথরের বুক চিরে উঠে আসবে আত্মঘাতী চাঁদ। গভীর পিপাসা হেতু দীর্ঘ যন্ত্রণা পেরিয়ে আমরা মিলিত হবো। এখন অনেক রাত। ঘুমের শব্দগুলো তোমার– ভীষণ ডাকছে আমাকে।

২৪

দেখা হলে পুনরায় খুলে ধরবো বাংলা থিসরাস। অথবা সমুদয় সম্ভাবনা বিলক্ষণ ভুলে যাবো, শুনবো না কবিতার স্বকণ্ঠ রেকর্ড। যাবতীয় সাহিত্য বিবাদ চলে গেছে প্রবাল দ্বীপে, এখানে গম্ভীর জোছনা।
ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীর রাশি রাশি চোখ– আজ গণতান্ত্রিক স্বরে ডাকছি তোমাকেও। কীভাবে কথাগুলো বলা যাবে, নিরাপদ আঙ্গিক খুঁজছি। দেহময় বিদ্যমান ইশারা, ঢেকে রাখছি খুচরো সাক্ষাৎ।

২৫

দূর শব্দের দিকে ধাবিত সকল ইন্দ্রিয়।

২৬

দুঃস্বপ্নের কারাগারে আমাকে ঘিরে আছে চৌকস দানবেরা। ভাষাহীন চিৎকার করছি অনবরত। সত্তার বিভিন্ন আভাস থেকে হে প্রিয়, 'উদ্ধারিত' করো। ভুল শব্দের দিকে ঝরছে সমূহ আর্তনাদ। কথা ছিল বিশদ আলোচনা শেষে আমাদের সংস্রবে কয়েকটি প্রসঙ্গ– জাগিয়ে তুলবো ঘুমন্ত শ্লোগান, পরস্পর মুখরিত হবো। তবে লিপিবদ্ধ সম্মোহনে কেন এই সামুদ্রিক প্রতিহিংসা?

২৭

বন্দরে কঙ্কালবাদী হৃদয়ের সংলাপগুলো তুলে আনে দূর ভবিষ্যতের ধাতুব্যঞ্জনা। একটি পার্কার উঠে যাচ্ছে সূর্যের দিকে। সাধুশব্দে যখন– হয়তো লেখা হবে উৎসর্গের কবিতা, সূর্যরঙিন আমার পিতা ব্যাগভর্তি কৌতূহল নিয়ে বাড়ি ফিরবেন, লিচুবৃক্ষের ছায়ায় ব্যাপক দাঁড়িয়ে থাকবেন মা। ভাইটা বিশুদ্ধ কোবাল্ট ব্লু, চোখে ঘুম নেই, বুকে আদিম নিষেধাজ্ঞা। হয়তো এখন– আমরা কেউই ভালো নেই।

২৮

অযথাই বিতর্ক, বিভ্রাট। অসহ্য উপদেশ, অনুশাসনে দুলে ওঠে আত্মার সুবর্ণ ফসল। মরুপ্রান্তে দাঁড়িয়েছি একা– ব্যর্থ রমণে। প্রতিশব্দে নিমগ্ন আকাশ, আপাত রঙহীন গদ্যরাতে তোমাকে পাঠাই বিকট ভালোবাসা। মৃত্যুর কাঠামোয় আবদ্ধ নিসর্গ, বেঁচে আছি বিভিন্নভাবে। ভাষা প্রতিবন্ধক জেনে নীরবতায় ঢেলেছি অন্তহীনতা। বুকের ভিতর জাগিয়ে তুলছি অবিরাম পাখিদের ডাক।

২৯

আয়না থেকে উৎসারিত মেঘমালা, কিছু কথা রহস্যঘন। বস্তুর নিজস্ব উল্লাস, সত্তার প্রতি অবাধ্য আচরণ থাকে। সব'ই আরাধ্য উপকরণ, প্রাণের সুসংগত সমাবেশ। যাপনের ঊষরতা ভেঙে- অতএব দৃষ্টি রাখো নিজের দিকেই, নিতান্ত আবেগে। শরীরের নিষিদ্ধ প্রদেশে উজ্জ্বল বালুকণা– সামান্য জড়ের কাছেও জানা যাবে আমার কুশল।

৩০

ফুশফুশে ঘনকায় জেগেছে ঝাউবন। কোথাও পরিচ্ছন্ন কিছু নেই। নিয়মিত অলসতা। সম্প্রতি ভালো লাগে ইতস্তত মূষিকের ভাষা, জাগ্রত সদা অগভীর মুশায়েরা। নীরব স্বাক্ষর রেখে আসি উপাস্য আঁধারের কাছে। নিঃশ্বাসে রুদ্ধ প্রতিমা। গোপন করেছি বিবসন সত্য। দ্রোহের সংকেত আসে গোলাকার, আলোর উদগিরণ ক্রমশ। অথবা মনে করো, অনন্ত বিভ্রম; তোমার দিগন্তে মিশে যাবো।

৩১

যারা বাস করো পৃথিবীতে একা, সবিনয় নিবেদন, পরম আদরে ভাতটুকু খেয়ে নিও।

৩২

শরণার্থী মেঘ থেকে স্বচ্ছ বেদনার দানা, ঝরছে অফুরন্ত কান্নার মেজাজ। এখানে মানুষের বৈরী স্বভাব সহসা জেগে ওঠে। কবে আসবে পাতাঝরা দিন, হেমন্তের সুশোভিত শস্যের গন্ধ? মৎস্য ও মানুষের প্রেম ঘন হবে শীতে। দৃশ্যপটে প্রাত্যহিক নাটকীয়তা, অনিবার্য বিবাদের স্বর, আমি কিছু আঘাতের চিহ্ন রেখে যাবো। বাঙলা ভাষায় করে যাবো আরাধনা।

৩৩

স্বকণ্ঠে উচ্চারিত হলে ভঙ্গিমা সবটুকু সাঙ্গীতিক।

৩৪

বন্ধু একেকটা সাহিত্য একাডেমি, সে করে নিরন্ন ভ্রমণ। ক্রুর কক্ষপথ। স্পষ্ট স্বরধ্বনি নিদ্রাময় সুনিশ্চিত শোনা যায়। কিছু সুদর্শন পুস্তিকা সাথে নিয়ে সুদর্শনা আসতে চায় নীলবর্ণ কবিতায়। তারও আকার-প্রকার অল্প অবসরে জানা যাবে। সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে সবঃ সকালের রোদ থেকে ভোরের শিশির, শান্ত কুয়াশা। শুধু মানুষের মন আজও দুর্লভ।

৩৫

কুকুরের আর্ত কোলাহলে নিমজ্জিত প্রজ্ঞা, এবং বিব্রত করে জন্মপূর্ব শ্রবণের প্রবাহ। আহত রক্তপিঠে শান্ত মাছির মতো বসে থাকা, অভিনয়, নাকি নেই কোনো উল্লেখিত কাজ? দিগন্তের শুষ্ক বাতাসের নিচে ওই যে বাড়িঘর, আরও লক্ষ দিগন্তের পরে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে যুগল ছায়ার মতো অতীত ও ভবিষ্যৎ। অতিক্রান্ত মুহূর্ত কেবলই উষ্ণ অভিজ্ঞতা। বিচূর্ণ সত্যগুলো চিকচিক করছে। যান্ত্রিক সুবিধায় বিচক্রমানঃ মনে কিছু ত্যক্ত প্রতিচ্ছবি। অবশিষ্ট সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। এ’ই বর্তমান।

৩৬

সকল উজ্জ্বল অনুভূতি যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়। এই জীবন রোমাঞ্চকর যদি কিঞ্চিৎ ভাবিত করে, মহাশুন্যের কয়েকটি গুণিতক অভ্যন্তরে দেখবে ভাসমান। মায়ার তন্তুতে গাঁথা যে মালা, কণ্ঠে সে শোভিত নয়। অতএব, রন্ধনকালে অনুতাপ হবে।

স্বর্ণ ব্যতীত । স্থিতি পর্ব

The Tree

দেহ অনন্তে হে বাস্প উদগত,
মূর্তমান কোনো মানুষের মূর্তি— নির্মিত আদিম প্রস্তরে
নাকি অরূপ আমি, দৃশ্যগত কিছু নই?

২

আকাশ সমগ্রে পাখিশব্দের ব্যর্থ পরিক্রমা,
চলমান বিগ্রহ মাঝে প্রমুখের ধ্বনি বুদ্বুদ—
এবং এইখানে অনন্তকাল ব্যাপিয়া বৃষ্টি চলছে।

৩

জল পতনের শব্দ– এবং শব্দ প্রখ্যাত তরঙ্গের।
দৃষ্টিবিবরে উড্ডয়নরত তড়িৎ আলোকের পাখি,
বুকে স্থাপিত মহেঞ্জোদারো।
শুনছি ভিন্ন পৃথিবীর ডাক।

ক্রমশ উদ্ভাবনা ধীত হয়
চিহ্নিত সমস্যা ভুল পদ্ধতিতে সমাধান করি।

৪

টেবিল থেকে পরিত্যক্ত মেধা সরিয়ে
এবার শুকোতে হবে অনর্থকরী ফসল
অসত্য অবলোকন যতো।
একা অনেক লেবুগন্ধ পেরিয়ে তোমাকেও আসতে হবে
কোনো ধূলিধূসর গ্রাম ঃ
ভাঙা দেয়ালের পাশে নির্মোক, পেঁয়াজের খোসা, কচুবন–
খড়কুটোয় আগুন জ্বেলে জড়োসড়ো পাড়ার দাদিমা
বউদিরা প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে চুলে মাখে শীতার্ত দুপুর।

এইখানে আমি– বালিশের জমাটবদ্ধ অন্ধকার
মৃদু ধাক্কায় জাগিয়ে তুলছি।

৫

ভুল প্রসঙ্গে শুয়ে আছি যদিও
চেতনার কোমল আক্রশে নিশ্চল
পা–দুটি অসংখ্য দৃশ্য পেরিয়ে চলছে মাছের পৃথিবী।
আমার নিস্তব্ধতার দিকে কীসের আগমন
সোমত্ত সংরাগে ঢালছে বিশুদ্ধ যন্ত্রণা, জানি না।

একটু একটু পাড় ভাঙে জলের নৃত্যরত চাকা
মুগ্ধ চোখে নিজের সাঁতরানো দেখছি

বিছানার বাষ্পে এমন সূর্যাস্ত কোনোখানে পাবে না।
নিস্তেজ ফিউশনে
তোমার ক্রোধিত জঙ্ঘার পাশে ফুটছে বিভেদের ফুল,
মুঠোর ভিতর কাঁপছে সন্ধ্যা–আরাধনাপ্রিয়
ঠোঁটের গভীরতা কমছে ক্রমশ।
তোমাকে এনে দেবো প্রবল তৃষ্ণা
স্বাভাবিক ভয়, একটু হৃদয়।

৬

কান্নাগুলো বহিরঙ্গ ছাপিয়ে হতে চায় আরো কিছু।
মন রহস্য করে।
ধীরে আমাদের অভিন্ন স্বর একে অপরের দিকে প্রসারিত হয়,
ধীরে উল্লেখিত পুষ্পে মালা হয়।

শিরায় বিক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি,
বৃক্ষদেহে দ্রষ্টব্য প্রতিবেদন ইন্দ্রিয়ভিত্তিক।
প্রলুব্ধ হই, চলো অদ্ভুত বিষয়ে আলোচনা করি!
তোমার উপস্থিতি ক্লান্ত করে না।

৭

বিব্রত জীব-জীবাণু, নিষ্প্রাণ সকলই স্থির
তবু আলো আসে, হাওয়া আসেই। উপলক্ষ্য আসেন সহসা।
বুকের বোতামে তোমার গন্ধ, ভিন্ন সবকিছু।

সত্তার গুহায় কে আজ প্রসন্নতা রেখে গেলো?
আমার রন্ধ্রে নিহত আমি, আমারই জীবাশ্ম থেকে
হলাম উজ্জীবিত।

বৃহৎ পরিসরে খুঁজে দেখলাম বিস্তারিতভাবেঃ

কোথাও লাবণ্য নেই।
ক্ষিপ্র মনোবেগ। প্রাজ্ঞ বিচলিত। নিষ্প্রাণ সকলই স্থির।

৮

ফুরিয়ে যাওয়া মূলত ছড়িয়ে যাওয়া
ধীরে ধীরে যেরূপ সূর্যের উত্তাপে ছড়িয়ে যাচ্ছি।
অবসন্ন রোদের রঙ উবে গেলে
ঢালু পাহাড়ের গা বেঁয়ে ঝরে পড়বে প্রবীণ সংলাপ,
একটা অসম্পূর্ণ গানে আমৃত্যু চাপা পড়ে থাকবো।

পৃথিবীতে ক্রমে বাড়ছে পদচিহ্নের ভার
আমিও কি ঔদ্ধত্যের ফেনায় রেখেছি আঙুল?
যথার্থ আহ্বান দিকচিহ্নহীন জেনেও
সরণে সংশয় রাখি না। সূর্যের উত্তাপে ছড়িয়ে যাচ্ছি।

ছড়িয়ে যায় অফুরন্ত উচ্ছ্বাস,
কাঁচের উত্থিত বুকে জমে ওঠে রক্তের পিপাসা।

৯

ঝাপসা হ'য়ে আসে সমগ্র ইতিহাস;
তবে কি নতুন বর্ণমালা শিখে
শরীরের খুব চেনা অক্ষরগুলোও ভুলে যাবো ?

আহত অশ্বখুরে আমার যুদ্ধফেরত অনুভূতি,
বুকের ভিতর রুদ্ধশ্বাসে ভরা একেকটি শহর থেকে
প্রিয় মুখগুলো মুছে ফেলছি। এভাবে একদিন
দেখা যাবে লালবাগ থেকে পার্কের মোড়
সমস্ত বাতি নিভে গেছে।

১০

মৃত্যুর লাল প্রতিফলক, নগরীর প্রাচীরে নিষিদ্ধ রোদনের স্বর;
শ্রান্ত ফুসফুসে বিপরীত ধ্বনি মুছে যায়।
জীবনের সীমারেখাজুড়ে বুলেটের চিহ্ন। অন্তিম শ্বাস নিয়ে
সদ্যজাত প্রাণ তাকিয়ে আছে– আমার তাকানোর দিকে।

১১

মুদ্রিত চক্ষুদ্বয়ে জলজ কেবলই ধ্বনিত হয়
তাই প্রদাহ সকল স্ফীত দানা করে বনপ্রান্তে ছড়িয়ে দিলাম।

স্বর্ণ ব্যতীত । অস্ত পর্ব

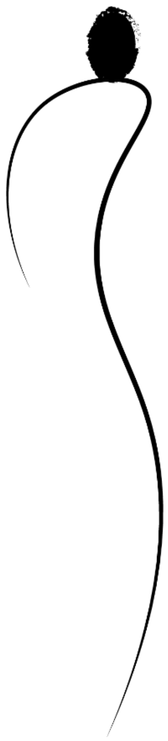

On The String

অবিরত ধূমপান – মধ্য রজনী।
হৃদয়ের মাঝে এক চিরকালীন হাওয়া আসছে চুপচাপ।

২

ভাবি, দেখা হবে; ভাবি, মহাকাশে এক ঝুলন্ত প্রশ্ন আছেই।

৩

কথাগুলো বলা হলে তারপর প্রস্থান আছে,
তারপর সীমাহীন শ্রাব্যতা।

৪

নদীর তলায় একটা আকাশ পড়ে থাকে;
মাটির গভীরে হাওয়া, চাঁদের চোরাপথে হাঁটে এক জলপথ।
আর নিঃশব্দে উড়ে যায় পথহীন জাহাজের পাখনা।
ক্যানভাসে–
নিরাপদ শব্দেরা।
বোধির অমৃত রাশি,
ছবিগুলো আয়নায় ধরা পড়ে।
নিজের ভিতরে দেখি অজানা পৃথিবীর পথ;
তাই মেঘের নিচে মাটি খুঁজি– স্বপ্নের ভিতরে।

৫

প্রাণের প্রশস্ত গুহায় জাতক দৃশ্যাবলী অনন্য উদ্ভাসে অবিরত চিন্তার ঝাঁক উড়ে যায়। দেখো, উজ্জ্বল আকাশে প্রভৃতি পাখিরা মেঘের কতো কাছাকাছি যেতে পারে। ধীরে আমরাও প্রস্তাবিত বিষয়ের দিকে যাবো।

৬

নীরবধি অনুধ্যানে এ সঞ্চরণ ধ্বংসেরও আগেকার। নিজস্ব ব্যাকরণে যে পথ চলে গেছে তার অন্ত জানে না পথিক, পথিকের পা জানে। পৃথিবীর সুষুপ্ত জনপথে সজাগ নিদ্রা, চোখের গ্রন্থিতে নেমে আসে ভোর, স্মৃতিময় গাছের ছায়া, শান্ত শিরায় স্বর সমবেত; টের পাই জলের উৎস, কোথাও জল দেখি না! শুধু প্রশ্নেরও অতীত - উত্তর ক্রমাগতঃ একটি উল্লম্ব স্পন্দন রেখে যায় সমগ্র গতির সারাংশ। উচ্চারণহীন এক ভাষাবিন্দু।

৭

রূপগ্রহণ করো, উদ্ভাবিত হও মুদ্রাপৃথিবীর সমস্ত কণিকায়। অথবা দেখার দূরত্বজুড়ে বৃথা স্পর্শক টেনে আরো একা হও।

৮

ধ্বনি পেলে ধ্যান, দেহ পায় ভাষা,
বুকের ভিতরে হঠাৎ পিপাসা; প্রাণের প্রত্ন জাগে–

দিক সমুচয়ে
সে এক অলৌকিক
নিরাকার ভয়ে
মানসিক ক্ষয়
জাতিগত নয়

নানাবিধ চাপে
প্রলাপে
কেটে যাবে কাল
বোধের অতলে
শুদ্ধ বিবেচনা
যোগাযোগ হবে না

কবিতার মিথ
রাজকাঠি রাজার
ক্ষমতার প্রভু নেই
প্রভু ক্ষমতার।

[গ্রন্থ শিরোনামে শব্দ 'স্ব্বর্ণ' সজ্ঞাত উ-কার ব্যবহারে প্রতীয়মান। ধ্বনি পরিবর্তনে সীমাবদ্ধতা আছে। অন্যান্য ত্রুটি অবহিত করবেন। –ঈষৎ অন্তরীক্ষ]